রাতের অন্ধকারে

সরোজ মুখার্জির প্রযোজনায়

নিউ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্স প্রাঃ লিঃ-র নিবেদন

রাতের অন্ধকারে

কাহিনী : রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য ও সংলাপ : প্রেমেন্দ্র মিত্র

পরিচালনা : ··· অগ্রণী ● সঙ্গীত পরিচালনা : ভি, বালসারা

গীত রচনা :	··· পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়
চিত্র গ্রহণ :	··· নির্মল গুপ্ত
শব্দ গ্রহণ :	··· জে, ডি, ইরাণী
সঙ্গীত ও শব্দ পুনর্যোজনা :	সত্যেন চ্যাটার্জি
সম্পাদনা :	··· গোবর্দ্ধন অধিকারী
পটশিল্পী :	··· কবি দাশগুপ্ত
শিল্প উপদেষ্টা :	··· সুনীল সরকার
ব্যবস্থাপনা :	··· অজিত সেন
দৃশ্য সজ্জা :	··· রবি দত্ত
রূপ সজ্জা :	··· নিতাই সরকার
যন্ত্র সঙ্গীত :	শৈলেন্দ্র স্মৃতি সঙ্গীত বিদ্যালয়
স্থির চিত্র :	··· এড্‌না লরেঞ্জ
পরিচয় লিখন :	··· শচীন ভট্টাচার্য্য
নৃত্য পরিচালনা :	··· সুরেশ দত্ত

প্রচার পরিচালনা : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায় : কনকবরণ চক্রবর্ত্তী ও দীপঙ্কর ব্যানার্জি ● চিত্রগ্রহণে : জয়প্রতাপ মিত্র ● শব্দগ্রহণে : সিদ্ধি নাগ ● সঙ্গীত ও শব্দ পুনর্যোজনায় : জ্যোতি চক্রবর্ত্তী ● সঙ্গীতে : অজিত, হোমী ও নিশীথ সাধু সম্পাদনায় : মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় ● ব্যবস্থাপনায় : অজিত বসু ও মানিক দে ● আলোক নিয়ন্ত্রণে : শান্তি, মনোরঞ্জন, হেমন্ত, সুখরঞ্জন, বিনয়, দেবেন, মগরু ও অনিল

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

দি আরমারী (বন্দুক বিক্রেতা), এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স, টি, সি, আঢ্য এণ্ড সন্স, বম্বে সেফ্ এণ্ড ষ্টীল ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ, গৌর ভট্টাচার্য্য, সারদা হাউস

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরী ও

ইন্দ্রপুরী সিনে ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

পরিবেশনা : শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্স প্রাঃ লিঃ

কনক ডিষ্ট্রিবিউটার্স প্রাঃ লিঃ রিলিজ

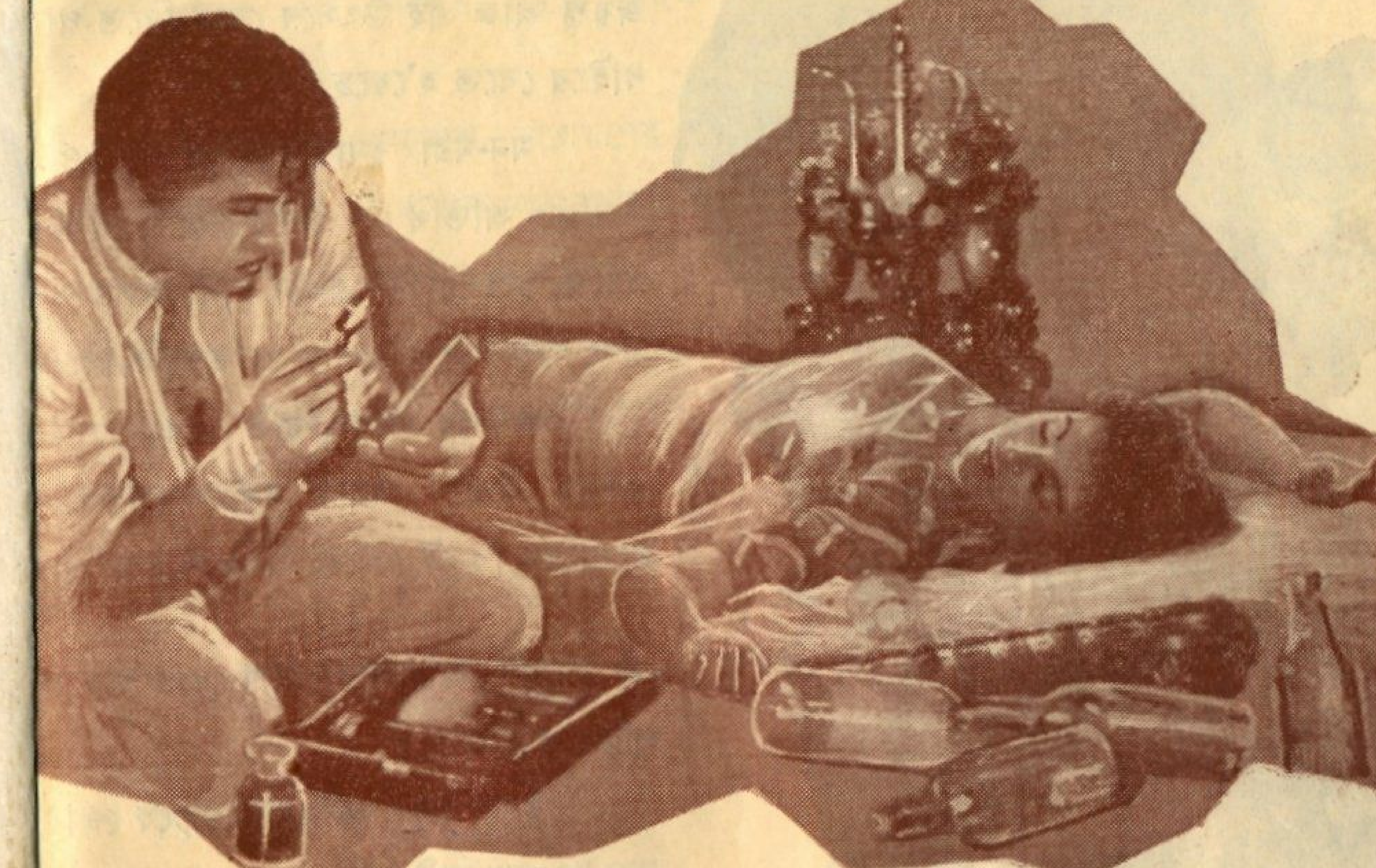

কাহিনী

রাণী বাইজীর ঘরে সে-দিন রাত্রে নাচ-গানের আসর ছন্দোময় হ'য়ে জমে উঠেছে।···মনু মল্লিক সবান্ধবে মুগ্ধ হ'য়ে উপভোগ করছে রাণীর সে নৃত্য-মাধুরী আর দেহ সৌষ্ঠব।···জমা-আসরে রস ভঙ্গ করলো ব্যোমকেশ হালদার। রাণীর ঘরে এর আগে বহুবার এসেছে ব্যোমকেশ। আজ পুলিশের তাড়া খেয়ে সে আশ্রয়ের আশায় রাণীর ঘরের দরজায় টোকা মারলো। চোরা-কোকেনের কারবারী ব্যোমকেশকে রাণী আজ আর প্রশ্রয় দেয় না—ব্যোমকেশের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়। ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফিরে যায় ব্যোমকেশ।

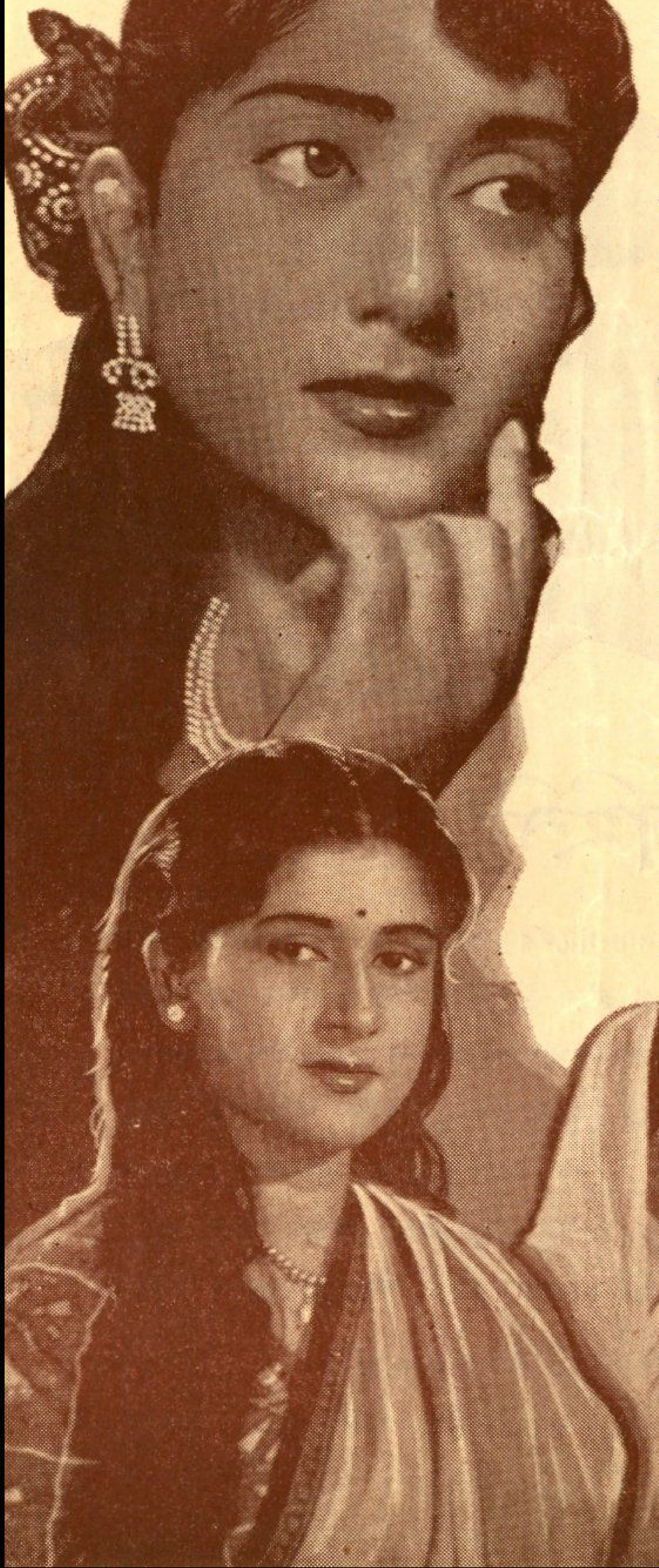

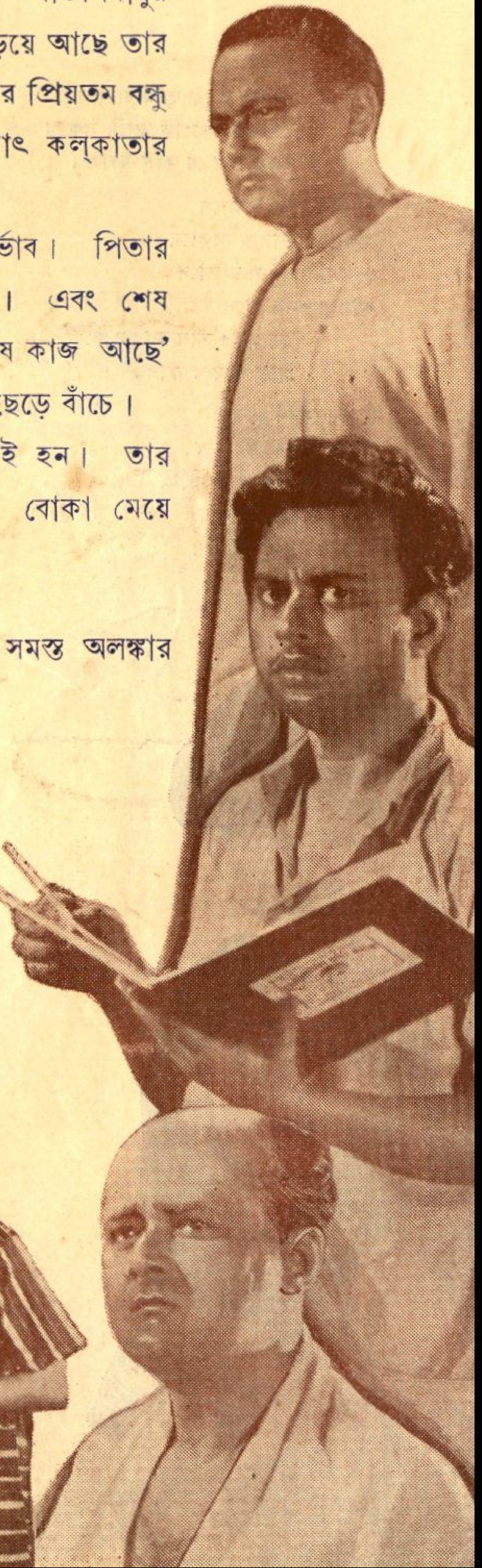

বিশিষ্ট ধনী, সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী নীতীশ মজুমদারের গৃহ আজ উৎসবে মুখর হ'য়ে উঠেছে। নীতীশবাবুর একমাত্র বিদুষী তরুণী কন্যা, কুমারী রমার আজ জন্মদিন। শুধু জন্মদিনই নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার বি. এস্‌-সি পাশেরও আনন্দ। এত আনন্দের মাঝেও রমার মনে কিন্তু সুখ নেই। কারণ তার প্রিয়তম বন্ধু জয়ন্ত আজ এই উৎসবে যোগ দিতে পারবে না। কোনও এক বিশেষ কাজে তাকে হঠাৎ কল্‌কাতার বাইরে যেতে হ'য়েছে।

মন-মরা রমার মনটাকে আরও বিষিয়ে তোলে কুমার কমলেশ নারায়ণের আবির্ভাব। পিতার নিমন্ত্রিত অতিথি! উপায় নেই! ইচ্ছার বিরুদ্ধে, হাসি মুখেই তাকে অভ্যর্থনা জানাতে হয়। এবং শেষ পর্য্যন্ত তার-দেওয়া একটা দামী অলঙ্কারও উপহার হিসাবে তাকে গ্রহণ করতে হয়। 'বিশেষ কাজ আছে' এবং শীঘ্র ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কমলেশ নারায়ণ তাড়াতাড়ি চলে যায়—রমা হাঁফ্‌ ছেড়ে বাঁচে।

জয়ন্তর অনুপস্থিতি এবং কমলেশের মূল্যবান উপহার দেওয়ায় নীতীশবাবু খুসীই হন। তার একান্ত ইচ্ছা, অগাধ ধন সম্পত্তির মালিক কমলেশের হাতে রমাকে তুলে দেন। বোকা মেয়ে সংসারের কিছুই বোঝে না—সে চায় ঐ জয়ন্তটাকে বিয়ে করতে!

ঐ রাত্রেই, আনন্দের পাশে দেখা যায় জঘন্য হত্যা। রাণী বাঈজীকে হত্যা করে তার সমস্ত অলঙ্কার লুণ্ঠিত হয়েছে।

ইন্‌স্পেক্টর অসীমের নেতৃত্বে জোর পুলিশ তদন্ত সুরু হয়।

মৃতা রাণীর ঘরে সায়ন্স কলেজের ছাত্র জয়ন্তর ল্যাবরেটরীর নোটবুক পাওয়া গেল এবং জানা গেল গত রাত থেকে জয়ন্ত ফেরার।....ব্যোমকেশকে গত রাত্রে গা ঢাকা দিয়ে রাণীর ঘর থেকে বেরুতে দেখা গেছে।....মনু মল্লিক ছিলো ঐ রাত্রে রাণীর ঘরে—তার কথা-বার্ত্তার ধরণও সন্তোষজনক নয়।....এ ছাড়াও জানা গেল 'রাজা বাবু' বলে একজন রাণীর ঘরে যাওয়া-আসা করতো। তার আচরণও সন্দেহাতীত নয়।

রাণী বাঈজীকে খুন করলো কে?

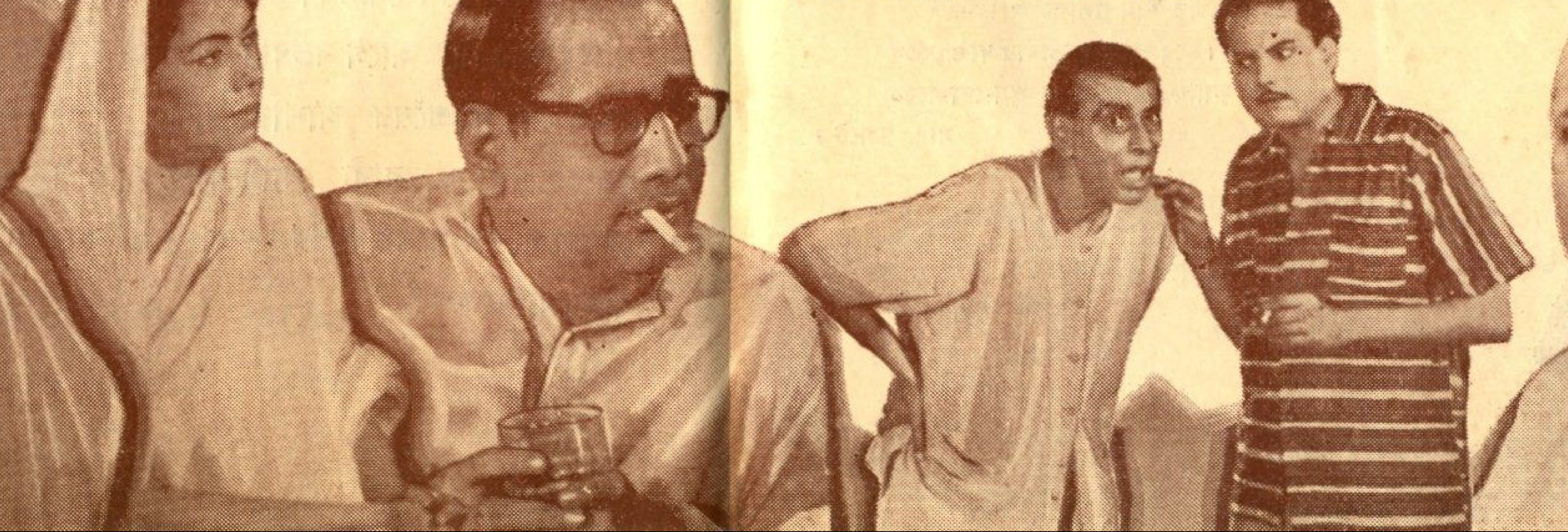

গান

(১)

বিশ্বাস করো তুমি যা বলি
তোমায় দিয়েছি আমি সকলি
হৃদয় ওঠে যে তাই উছলি ।

আমার মনের পলাশে
রাঙাবো তোমায় বিলাসে
তোমারি দখিনা বাতাসে
আমার বসন্ত হাসে
তোমারি তরে আকুল স্বরে
গায় আমার কাকলী ।

চাঁদের যেমন চকোরী
চাতক যেমন মেঘ চায়
তেমনি আপন করে আমি
ওগো চেয়েছি তোমায়
কত যে নতুন চেনা হয়

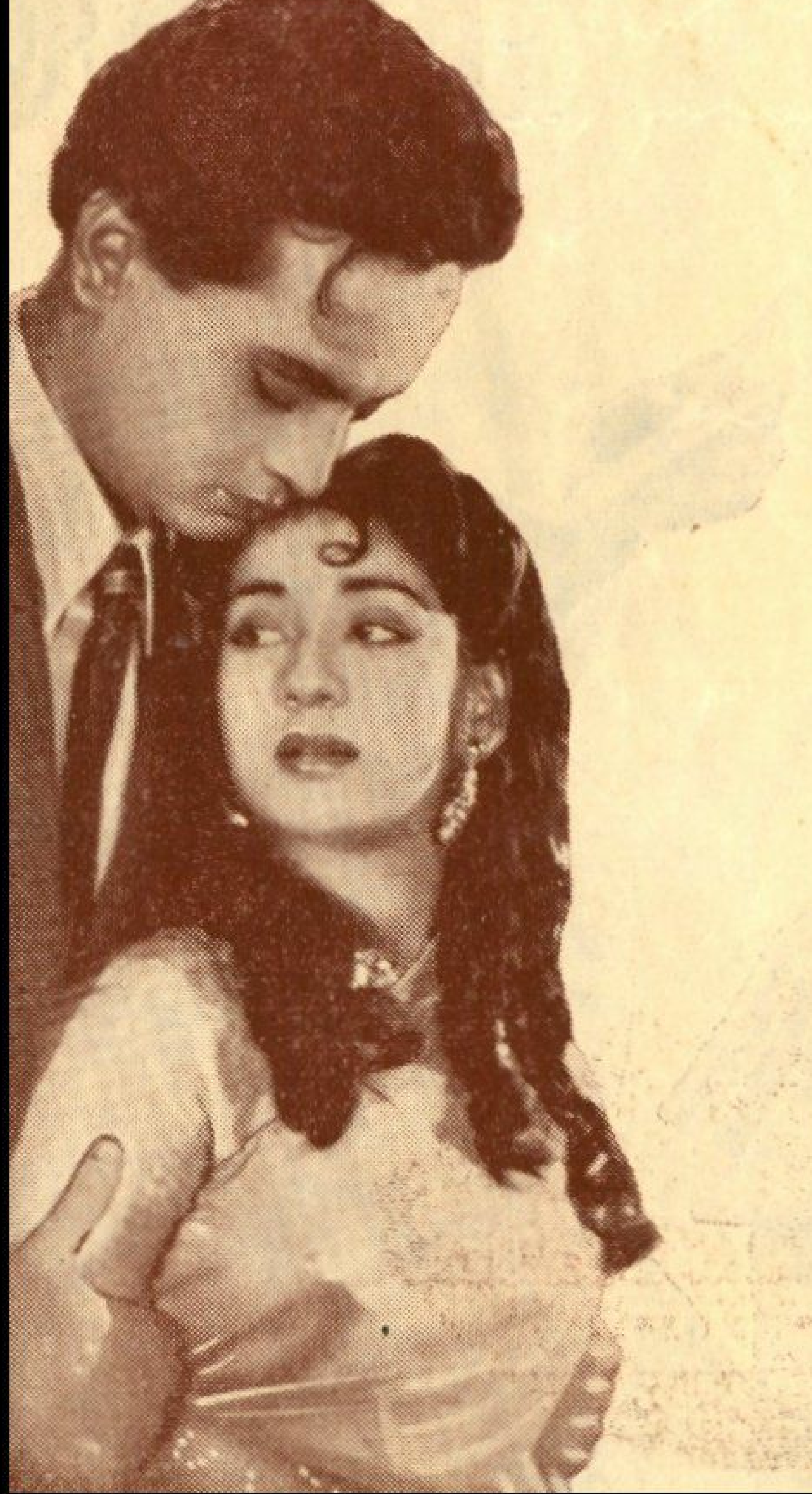

কত যে পাতাই পরিচয়
তোমার মতন কেউ নয়
আমায় করে না তো জয় ।

কেন না জানো কেন না মানো
আমি তোমার কেবলি ॥

(২)

এই পরিচয়
এই যে প্রণয়
এ কোন স্বপন চোখে আঁকে
তাই, চোখ গেলো পাখী ডাকে ।

পল্লবে ঢাকা ফুল অপলকে চেয়ে রয়
গুণ্ঠন খুলে যায় জানা জানি কেন হয়
গুঞ্জন সুরে অলি সেই সে বারতা
জানায় বকুল বীথিকাকে ।

জীবনের মধুমাসে এমন প্রহর আসে
যে লগনে কিছু চাওয়া যায়
গোপন প্রাণের কথা বলে যাওয়া যায় ;
মন বলে দোষ নেই মালা যদি শেখে নিই
উদাসীর ভীরু হাতে রাঙা রাখী বেঁধে দিই
সুরু যার হয়েছিল সে যেন থামে না
দোসর যেন না দূরে রাখে ॥

(৩)

দিলদরদী দিলরুবাতে ঠুংরী চালের সুর ওঠে
গুল বাগিচায় তাইতো প্রীতম রঙ বাহারের ফুল
ফোটে ।

মোতি মেঘের উড়নি তুলে আসমানে
আধখানি চাঁদ রোশনি ছটার বান আনে
বুলবুলি ওই শিষ দিয়ে যায় বোল ফোটেনা
লাল ঠোঁটে ।

এই দুনিয়ার পানশালাতে আজ এলে
কাল কী হবে ভাবনা তোমার দাও ফেলে
আজ মুসাফির সুর্মা চোখে খুস-খোয়াবের
সাধ জোটে ॥

(৪)

আলোতে তুমি মধুর
আমি আঁধার ।
জীবনে তুমি সুখের
আমি কাঁদার
আমি যে ঝরা পাতার
তুমি ফুলের
আমি যে ভাঙা বাঁশী
শুধু ভুলের
তুমি যে মনোবীণার সুরে সাধার ॥

আকাশে তারা তোমার রঙে রঙিন
আমি যে আঁধি শ্রাবণ মেঘ মলিন
আবেশে আসে তোমার শুভ লগন
নয়নে কাঁদে আমার বৃথা স্বপন
তুমি যে ঘন শ্যামের
আমি রাধার ॥

(৫)

এ হাওয়ায় কী সুরভী ঝরে
মাধবী পেলো কী ভ্রমরে ।

ও চাঁপা সোনালী সুখে
কেন তাকালে হাসি মুখে
কেন রামধনু পাখা মেলো প্রজাপতি
বুঝি পৌষালী দিন গেলো সরে ।

এই কুহু ময়ূরী হয়ে
নাচে খেয়ালী খুশী লয়ে

আজ কিসে যে কী হয়
ভেবে পায় না হৃদয়
কে গো আমায় আপন করে ।
ও বাঁশী তুমি কী জানো
কেন সুরেলা তিথি আনো
কেন থেকে থেকে দুলে উঠি শিহরণে
কেন ছন্দে আমায় গেলে ভরে ॥

(৬)

চিন আই দ ও আই নি ।
চিনে ভাষা জানো কী ?
শোনো তবে ইংরেজীতে তোমায় বলে দি ।

*   *   *

ও মাই ডারলিং আই লাভ দি ।

*   *   *

ও বাবু হিন্দুস্তানী !
ইয়ে রূপ ইয়ে জওয়ানী
তেরী প্রীতমে তেরী রীতপে
ইয়ে চিনি হ্যায় দিওয়ানী ।

*   *   *

ও পরাণের বন্ধুরে.........
শোনো হে বঙ্গবাসী !
ভঙ্গ তবু রঙ্গে ভরা
তোমাকেই ভালোবাসি ।
যদি মোহনবাগানে রও
যদি ইষ্ট-বেঙ্গল হও
তবু যে অনুরাগে
আমি তোমার কাছে আসি ।

*   *   *

কায়েফ হাহলুক মোল ই
কায়েফ হাহলুক সৈয়দী
অনায়ে হবুকে কসীরা
মী সমীমে খোয়াদী

*   *   *

ব্রহ্মপুত্রর নদীর দেখর প্রিয়
মোক দুটী পাতর এটী কুড়ি দিবা
তুমি মোক কণ্ঠের গহিনা করি নিবা
হস্তি কন্যার চাচর ভঙ্গিমায়
গান হোনাবা শিলং পাহারত ।

সরোজ মুখার্জি প্রযোজিত

রাতের অন্ধকারে

রূপায়ণে : ছবি বিশ্বাস, সাবিত্রী চ্যাটার্জি, চন্দ্রাবতী, শুক্লা সেন, রাজলক্ষ্মী, কুমারী রাণী, দীপক মুখার্জি, অনিল চ্যাটার্জি, অসীমকুমার, বীরেন চ্যাটার্জি, নীতীশ মুখার্জি, অমর মল্লিক, শ্যাম লাহা, জহর রায়, নবদ্বীপ হালদার, নৃপতি চ্যাটার্জি, ধীরাজ দাস, ডাঃ হরেন, মলয়, দেবকুমার, শিবেন, রাজা, সুনীত, বিমল, চণ্ডী, অজিত, মানিক, সন্তোষ, তিনু, মোহন, গৌর, শশী, পান্না, এস্, হারু, মানিক গুপ্ত, নিমাই, সরোজ বসু

ও বোম্বাই-এর

হেলেন ও সবিতা চ্যাটার্জি

★ নেপথ্য কণ্ঠ সঙ্গীতে ★

আশা ভোশলে, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়

ইলা বসু ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

এই ছবির গানগুলি কলম্বিয়া রেকর্ড-এ শুনিতে পাইবেন

মুক্তি আসন্ন

দেবর্ষি

নারদের সংসার

প্রযোজনা : **হীরেন বসু**

সুর : **দুর্গা সেন**

রূপায়ণে : ছবি বিশ্বাস, জহর রায়, কালী সরকার, তুলসী চক্রবর্ত্তী, নবদ্বীপ হালদার, নৃপতি চ্যাটার্জি, রঞ্জিত রায়, হরিধন, মিণ্টু দাশগুপ্ত, শীতল ব্যানার্জি, অনুসূয়া, প্রভা, কুমারী রাণী প্রভৃতি

● পরিবেশনা : শ্রীবিষ্ণু পিক্‌চার্স প্রাঃ লিঃ ●

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা : শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
অলঙ্করণে : কলাবিদ ● মুদ্রণে : জুবিলী প্রেস, কলিকাতা—১৩